তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা -৮ কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

113

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আবার অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পুনরায় অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। শাসক দলীয় ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগের বিবদমান দুই গ্রুপের কোন্দল চরম আকার ধারণ করায় গত কয়েকদিন ক্যাম্পাসে কয়েক দফা গোলাগুলী, সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনাসহ বেশ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। গত দু'দিনেও ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ক্যাম্পাস এলাকায় গুলী বর্ষণ ও বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদের শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে গত এক সপ্তাহে চারটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হলের পরিস্থিতি

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢা.বি র পরিবেশ অস্থিতিশীল

৮-এর পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য গত শুক্রবার রাতে হলে হলে যান।

ছাত্রলীগের বিবদমান দুই গ্রুপের অন্তঃকোন্দলের জের ধরে গত সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার দিনে পৃথক দু'টি ঘটনায় উভয় গ্রুপের সাত ক্যাডার আহত হয়। দু'দিনে উভয় গ্রুপই মল চত্বর এলাকায় ১৫/২০ রাউন্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ করে নিজেদের শক্তির মহড়া দেয়। ঘটনার পর বুধবার সকালে মধুর কেন্টিনে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে সংগঠনের সভাপতি বাহাদুর বেপারীর সাথে বচসায় লিপ্ত হয়। এর পরপরই তাৎক্ষণিক এক সিদ্ধান্তে বাগেরহাট গ্রুপের সাত ক্যাডারকে ছাত্রলীগ থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়।

এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রক্টর প্রফেসর নূর-উন-নবীকে আহবায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এর কয়েক দিন আগে সূর্যসেন হলে ছাত্রদের পরিচালিত মেসে 'ফাও' খেতে না পেরে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা এক মেস বয়কে গুলী করে আহত করে। অভিযুক্ত পাঁচ ক্যাডার রাসেল, জুয়েল, তারেক, পলাশ ও শিশিরকে শোকজ করে। সেই ভোজসভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসিসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সিনিয়র হাউস টিউটর ডঃ সিরাজুল ইসলামকে আহবায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করলেও কমিটির রিপোর্ট এখনও আলোর মুখ দেখেনি।

গত বুধবার বিকালে জহুরুল হক হলের স্টাফ কোয়ার্টারে এক গার্মেন্টস কর্মীকে কতিপয় দুর্বৃত্ত চাকুর ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ খবর পেয়ে চারজনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় জড়িতরা কর্মচারীদের ছেলে। এছাড়া বুধবার গভীর রাতে কতিপয় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত নীলক্ষেত এলাকার ছিনতাইকারী আবুল কাশেম ওরফে কাইশ্যার লাশ আইবিএ ভবনের গ্যারেজের পশ্চিম পার্শ্বে উদ্ধার করা হয়। সে কি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় না বাইরে খুন হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ঘটনা যাই হোক, খুনীরা ক্যাম্পাসকে নিরাপদ ক্ষেত্র মনে করেছে। আর আইবিএ ভবনে দারোয়ান কর্তব্যরত থাকা সত্ত্বেও তার লাশটি কিভাবে এখানে এল তাও এক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। এ ঘটনায় কর্তব্যে অবহেলার জন্য আইবিএ'র কর্তব্যরত তিন দারোয়ান এবং লেকচার থিয়েটারে কর্তব্যরত একজন দারোয়ানকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ প্রো-ভিসিকে আহবায়ক করে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।

সর্বশেষ ঘটনায় ফজলুল হক হলে সীট বরাদ্দ দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের হল শাখার ক্রীড়া সম্পাদক জুয়েল ও জিয়া হলের বহিষ্কৃত পনির প্রতিপক্ষ গ্রুপের তিনজনকে মারধর করে। এতে ছাত্রলীগ একটি গ্রুপ ক্ষিপ্ত হয়ে বহিরাগত পনিরকে হল থেকে বের করে দিলে ঐদিন রাতে পনির একদল ক্যাডারকে নিয়ে ফজলুল হক হলের দিকে লক্ষ্য করে ১৫/২০ রাউন্ড গুলীবর্ষণ করে। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ যথারীতি চার সদস্যবিশিষ্ট একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। গত শুক্রবার রাতেও ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ মল চত্বর এলাকায় শক্তির মহড়া প্রদর্শন করতে বোমার বিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ করে। হল দখলের উদ্দেশ্যে গ্রুপটি মহড়া দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী ঐদিন রাতে আকস্মিকভাবে হল পরিদর্শন করলে তাদের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে যায়। হলগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য এবং যে কোন অনাকাংক্ষিত ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ভিসি [illegible] প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন [illegible]